



‘কাঁচা বাদাম’ খ্যাত অঞ্জলিকে
কোটি টাকার নোটস

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথম ঠাকুরনগরের
ঠাকুরবাড়িতে যাবেন শুভেন্দু

৫ কার্তিক ১৪৩৩। শুক্রবার ২৩ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১৪ সংখ্যা ৮পাতা

দূষণে ‘বিশ্বসেরা’
লাহোর! সব শহরকে
ছাপিয়ে নয়! নজির
পাক শহরের



বিহারের বাজি
কারখানায় প্রচণ্ড
বিক্ষোভ! বহু
মৃত্যুর আশঙ্কা



ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপূজা
পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে
টানা ছুটি নয়! ‘রীতি বন্ধ’,
ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর



মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী

মদনের ‘চোখের জলে’ সহমর্মী
ঋতশিবিরের শিউলি সাহাও!



পুজো মিটেছে। রাজ্যে পুরভোট আসন্ন। এই আবহে ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নেতা-নেত্রীদের গলায় বাজছে ভিন্ন সুর। বৃহস্পতিবার ‘রাজনীতিকে ঘৃণা করি’ বলে চোখের জলে মমতাকে বিজয়ার বার্তা দেন ঋতশিবিরে নাম লেখানো কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। শুক্রবার শিউলি সাহা বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী’। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানান কেশপুরের তৃণমূল বিধায়ক মদনের সুরেই সুর মিলিয়ে শিউলি সাহার দাবি করেন, তিনিও গোটা পুজোয় বাড়ি থেকে বেরতে পারেননি। বিধায়ক হিসেবে নিজের বিধানসভা এলাকায় পর্যন্ত যেতে পৌঁছতে পারেননি বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ততামা যেখানকার বিধায়ক, সেখানে যেতে পারলাম না। বিডিও জানিয়েছিল সরকারি সামগ্রী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। কিন্তু আমি যেতে পারি না। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারিনি। মদনের প্রসঙ্গ টেনে শিউলি বলেন, মদনদা মদনদা যা বলেছেন, ঠিক। কেউ কথা রাখেনি। এটা আমার একার কথা নয়, সব বিধায়কদের একই অবস্থা। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে শিউলির বার্তা, ২৯৪ আসনের একটি আসনে আমি বিধায়ক। নির্বাচন কমিশন থেকে আমরা সার্টিফিকেট পেয়েছি। দিনের পর দিন নিরাপত্তার অভাবে ভুগছি। প্রশাসনের সর্বস্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেন

শিউলি। তাঁর কথায়, এসপি, ওসি, বিডিও সকলকে জানিয়েছি। নিজের গণ্ডির বাইরে গিয়ে বিজেপি নেতাদেরও বলেছি। কিন্তু নিরাপত্তার কথা উঠতেই সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কিনা, সাংবাদিকদের প্রশ্নে শিউলি সাহা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী। গুঁকে প্রণাম, শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু গুঁর সামনে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি বর্তমানে নেই। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কেরিয়ারে ইতি টানার কথা বলেছেন মদন মিত্র। বলেছেন, আমি রাজনীতিতে খুব ক্লান্ত। রাজনীতিকে ঘৃণা করি। সেই রাজনীতির একটা অংশ হিসেবে নিজেকেও ঘৃণা করি। কারণ আমি মনে করি মানুষের সঙ্গে বৈমনি করছি, মিথ্যে কথা বলছি, প্রতারণা করছি। এ কথা বলতে খানিক গলা ধরে আসে তাঁর। চোখের কোনে তখন চিকচিক করছে জল। কিন্তু পর মুহূর্তের মুখে হাসি নিয়ে ধরে আসা গলাতেই মদনের বলেন, চোখের জলটা আনন্দের। আমার ভিতরের কথাটা বলতে পারলাম। এখন চালের মধ্যে কাঁকড় বেশি। অল্প কাঁকড় হলে বেছে নেওয়া যায়, কিন্তু গোটা চালটা যদি কাঁকড়ে ভরে যায়। তাহলে চলবে না। অধার্মিক-অনৈতিক লোকে ভরে গেছে রাজনীতিটা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মদনের কথায় একরকম সহমত সুর শোনা গেল তাঁরই দলের আরও এক নেত্রীর গলাতেও! রাজনীতির অন্দরে যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

পুজো মিটেতেই স্কুলশিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ প্রকাশ পর্যদের

পুজো মিটেতেই স্কুলস্তরে শিক্ষক নিয়োগে তৎপর রাজ্য সরকার। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে। শুক্রবার এমনই ইঙ্গিত দিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের সভাপতি রবিরঞ্জন সেন। তিনি বলেন, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ইন্টারভিউ শুরু করা হতে পারে। পুরনো ইন্টারভিউয়ের সব কিছু অপরিবর্তিত থাকছে। ফলে পুজোর ছুটি কাটলেই প্রাথমিক, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ স্তরে নিয়োগের বাকি ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৩১ মে’র মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। তাই দ্রুত ইন্টারভিউ শেষ করে নিয়োগের পরবর্তী ধাপে এগোতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। নভেম্বরে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হলে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, নভেম্বরের মধ্যেই ইন্টারভিউ পর্ব শেষ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সবমিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৩,৪২১ জনকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ গত বছর, ২০২৫ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ৩১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় জেলাভিত্তিক



ইন্টারভিউ। প্রথম চারটি পর্যায়ের পর পঞ্চম থেকে দশম পর্যায়ের ইন্টারভিউয়ের সূচি প্রকাশিত হয়। নদিয়া জেলায় পঞ্চম পর্যায়ের ইন্টারভিউ শেষ হলেও নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর পুরুলিয়ার ইন্টারভিউ স্থগিত হয়ে যায়। নতুন সংরক্ষণ আইন মেনে প্রার্থীদের জাতিগত তথ্য সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। অন্যদিকে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরেও সংরক্ষণ বিধি মেনে সংশোধিত তালিকা

প্রকাশের পর স্থগিত থাকা ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বোর্ডের তরফে। সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৩১ মে’র মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। তাই দ্রুত ইন্টারভিউ শেষ করে নিয়োগের পরবর্তী ধাপে এগোতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। নভেম্বরে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হলে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ঋতব্রতদের পদ খারিজ নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে শোভনদেব

বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে ফের মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ জনের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে শীর্ষ আদালতে নতুন করে মামলা দায়ের করলেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এবার বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধেও তিনি মামলা করেছেন বলে খবর। মামলার মূল বক্তব্য একটাই, যেভাবে ভোটে জেতার পর তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ছেড়ে বেরিয়েছেন, তাতে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগ করে বিধায়ক পদ খারিজ করা হোক। সুত্রের আরও খবর, আগামী সপ্তাহে শোভনদেবের দায়ের করা এই মামলার শুনানি হতে পারে। এবার কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ফের একই আবেদন

নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হলেন। কোন আইনে বিরোধী দলনেতা করা হল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে, কেনই বা তিনি-সহ ১০ বিধায়কের পদ খারিজ হবে না, এসব প্রশ্নের জবাব পেতে শীর্ষ আদালতের দুয়ারে শোভনদেব। এবার তিনি মামলায় যুক্ত করেছেন স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকেও। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার স্পিকারের কাছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সাবিনা ইয়াসমিন-সহ মোট ১০ জন বিধায়কের পদ খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন। কোনও সাড়া না পাওয়ায় তিনি সোজা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দেয়, এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিধানসভার স্পিকারকেই। এর জন্য সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন বিচারপতিরা। কিন্তু নির্ধারিত দিনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দেখা যায়, শোভনদেবের আবেদনে পদ্ধতিগত ত্রুটি

রয়েছে, তাই তা খারিজ হয়েছে। ফলে সেবারের মতো বড় স্বস্তি পেয়েছিলেন ঋতব্রতরা। পরবর্তীতে ফের সঠিক পদ্ধতি মেনে শোভনদেব আবেদন করতে পারেন, তাও জানিয়েছিলেন স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু এবার কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ফের একই আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হলেন। কোন আইনে বিরোধী দলনেতা করা হল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে, কেনই বা তিনি-সহ ১০ বিধায়কের পদ খারিজ হবে না, এসব প্রশ্নের জবাব পেতে শীর্ষ আদালতের দুয়ারে শোভনদেব। এবার তিনি মামলায় যুক্ত করেছেন স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকেও। আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। কী ভবিষ্যৎ হয় ঋতব্রতদের, সেদিকে নজর সবমহলের।





২৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

থাইরয়েড ক্যানসার কেন হয়

কারা বেশি ঝুঁকিতে? জানুন লক্ষণ ও চিকিৎসা

থাইরয়েড ক্যানসার হলো থাইরয়েড গ্রন্থির কোষে তৈরি হওয়া ক্যানসার। ঘাড়ের সামনের নিচের অংশে, অ্যাডামস অ্যাপলের নিচে প্রজাপতির মতো আকৃতির এই গ্রন্থি থাকে। এটি থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে, যা শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিপাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রধানত ফলিকুলার ও সি কোষ থাকে। ফলিকুলার কোষ রক্তের আয়োডিন ব্যবহার করে থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে সহায়তা করে। আর সি কোষ ক্যালসিটোনিন তৈরি করে, যা শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। থাইরয়েড ক্যানসারের প্রধান চার ধরন হলো প্যাপিলারি, ফলিকুলার, মেডুলারি ও অ্যানাপ্লাস্টিক ক্যানসার।

যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে প্রাথমিক পর্যায়ে থাইরয়েড ক্যানসারের তেমন কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। তবে ঘাড়ের নিচের অংশে পিণ্ড বা গলদ অনুভূত হওয়া, গলার চারপাশে ফোলা, গলা ব্যথা এবং গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

কেন হয় থাইরয়েড ক্যানসার
থাইরয়েড ক্যানসারের সুনির্দিষ্ট কারণ সব ক্ষেত্রে জানা যায় না। তবে পারিবারিক ইতিহাস, কিছু জেনেটিক পরিবর্তন, বিকিরণের সংস্পর্শ এবং আয়োডিনের ঘটতিকে সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে শৈশবে অতিরিক্ত বিকিরণের সংস্পর্শ পরবর্তী জীবনে থাইরয়েড ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পরিবারের নিকটাত্মীয়ের এ রোগের ইতিহাস থাকলেও ঝুঁকি বাড়তে পারে। ক্যানসার কতটা ছড়িয়েছে এবং টিউমারের আকার ও অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে থাইরয়েড ক্যানসারের পর্যায় নির্ধারণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে এটি আশপাশের লিম্ফ নোড বা ঘাড়ের টিস্যুতে ছড়াতে পারে। চতুর্থ পর্যায়ে ক্যানসার ফুসফুস বা হাড়ের মতো শরীরের দূরের অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কীভাবে শনাক্ত করা হয়
প্রথমে চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা করেন। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী আল্ট্রাসাউন্ড, রক্ত পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, থাইরয়েড টিস্যুর বায়োপসি এবং জেনেটিক পরীক্ষা করা হতে পারে। বায়োপসিতে থাইরয়েড থেকে সামান্য টিস্যু নিয়ে পরীক্ষাগারে মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করা হয়। সব রোগীর ক্ষেত্রে সব পরীক্ষা প্রয়োজন হয় না। চিকিৎসা কী



থাইরয়েড ক্যানসারের চিকিৎসা নির্ভর করে ক্যানসারের ধরন, পর্যায় ও রোগীর সামগ্রিক অবস্থার ওপর। সবচেয়ে প্রচলিত চিকিৎসা হলো অস্ত্রোপচার। প্রয়োজনে থাইরয়েড গ্রন্থির সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ অপসারণ করা হয়। এ ছাড়া তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থেরাপি, বিকিরণ চিকিৎসা, লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণের পর শরীরে প্রয়োজনীয় হরমোনের ঘাটতি পূরণে আজীবন থাইরয়েড হরমোন গ্রহণ করতে হতে পারে। এর মাত্রা নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

নিরাময় সম্ভব কিনা
বেশিরভাগ থাইরয়েড ক্যানসার, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে, সফলভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব। প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যানসার সবচেয়ে সাধারণ ধরন এবং সাধারণত এর চিকিৎসার ফল ভালো হয়।

তবে মেডুলারি ও অ্যানাপ্লাস্টিক ধরনের ক্যানসার তুলনামূলকভাবে বেশি জটিল। হ্যাঁ, পুরুষদেরও থাইরয়েড ক্যানসার হতে পারে। তবে নারীদের মধ্যে এ রোগের ঝুঁকি বেশি। নারীদের সাধারণত ৪০,৫০ বছর এবং পুরুষদের ৬০,৭০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

থাইরয়েড গ্রন্থি ছাড়া কি বাঁচা যায়?
হ্যাঁ, থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণের পরও বাঁচা সম্ভব। তবে শরীরে হরমোনের ঘাটতি পূরণে আজীবন থাইরয়েড হরমোনের ওষুধ নিতে হয়। নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করে ওষুধের মাত্রা ঠিক রাখতে হয়। থাইরয়েড ক্যানসারের কারণে সরাসরি মাথা ঘোরা বা মাথাব্যথা সাধারণ লক্ষণ নয়। তবে হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন বা ক্যানসার শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়লে এসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই ঘাড়ের অস্বাভাবিক গলদ, ফোলা বা দীর্ঘস্থায়ী গলা-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

থাইরয়েড ক্যানসার হলো থাইরয়েড গ্রন্থির কোষে তৈরি হওয়া ক্যানসার। ঘাড়ের সামনের নিচের অংশে, অ্যাডামস অ্যাপলের নিচে প্রজাপতির মতো আকৃতির এই গ্রন্থি থাকে। এটি থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে, যা শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিপাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রধানত ফলিকুলার ও সি কোষ থাকে।





২৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

বিসর্জনের পরেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা গঙ্গার দূষণ রুখতে পৌরসভা-র নজিরবিহীন সক্রিয়তা

উৎসবের আলো নিভতেই শুরু আসল লড়াই। উমা বিদায়ের পর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গঙ্গার ঘাটগুলোকে আবার তাদের পুরনো চেহারা ফিরিয়ে দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। একাদশীর সকাল থেকেই কলকাতার বিখ্যাত বাজে কদমতলা ঘাটে কলকাতা পুরসভার এক নজিরবিহীন ও নিয়মতান্ত্রিক সাফাই অভিযান চোখে পড়ল। প্রতিমা বিসর্জনের জেরে গঙ্গার জল যাতে কোনোভাবেই দূষিত না হয়, তার জন্য এবার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। সাধারণত প্রতিমা বিসর্জনের পর ঘাটের যে চেনা আবর্জনার ছবি রাজ্যবাসী দেখে অভ্যস্ত, এবার তা সম্পূর্ণ উধাও। ঘাটের এই আধুনিক ভোলবদল নিয়ে পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ক্ষমতামাদের লক্ষ্য শুধু ঘাট পরিষ্কার রাখা নয়, বরং গঙ্গার বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানো। বিসর্জনের এক মুহূর্তও নষ্ট না করে আমরা কাঠামো জল থেকে তুলে ফেলছি। বাস্তবেই ঘাটে গিয়ে দেখা গেল এক চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের ছবি। জলদূষণ ঠেকাতে এবং ঘাটের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে পুরসভা মূলত তিনটি স্তরে তাদের রণকৌশল সাজিয়েছে জল থেকে



দ্রুত উদ্ধার নদীতে প্রতিমা বিসর্জন হওয়ার সাথে সাথেই বিশালাকার ও শক্তিশালী ক্রেন ব্যবহার করে প্রতিমার ভারী কাঠামো জল থেকে ওপরে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার বা কাঠামো তলিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না। রাসায়নিক দূষণে লাগাম প্রতিমার গায়ে থাকা ক্ষতিকারক সীসা বা অন্যান্য ভারী ধাতু যাতে নদীর জলে মিশে যাওয়ার সময় না পায়, তার জন্য জল থেকে কাঠামো তোলার পরপরই তা ট্রাকে লোড করা হচ্ছে। এই সমস্ত বর্জ্য সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধাপার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। অহোরাত্র নজরদারি একাদশীর ভোরবেলা

থেকেই পুরসভার শয়ে শয়ে সাফাই কর্মী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। শিফট ভাগ করে ২৪ ঘণ্টা ধরে চলছে এই নজরদারি ও সাফাই কাজ, যার ফলে সাধারণ পুণ্যাঙ্গী বা সাধারণ শহরবাসীকে কোনো নোংরা পরিবেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। উৎসবের আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি পরিবেশের প্রতি এই দায়িত্বশীলতা কলকাতার নাগরিক চেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। প্রতিমা নিরঞ্জনের এই বিপুল কর্মসম্পন্নের পর যেভাবে দ্রুত ঘাটগুলোকে সতেজ করে তোলা হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে পুরপ্রশাসনের এক বড় সাফল্য।

ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই বাগুইআটির বসতি

ভরদুপুরে আচমকা বিকট শব্দ। পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে নিউটাউনের সিটি সেন্টার ২ সংলগ্ন মাঠপাড়া এলাকার বসতি। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে পরপর বসতিতে। কার্যত ছড়োছড়ি পড়ে যায় এলাকায়। পরিস্থিতি সামলাতে স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে হাত লাগান আগুন নেভানোর কাজে।

খবর যায় দমকলে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে থাকেন দমকল কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর সাড়ে ৩ টে নাগাদ আগুন লাগে ওই এলাকায়। প্রায় ২০ থেকে ২৫ টি বুপড়ি কার্যত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

তবে আপাতত কোনও হতাহতের খবর নেই। ঘটনাস্থলে এসেছে বাগুইআটি থানা ও ইকোপার্ক থানার পুলিশ। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযুষ কানোরিয়া। দমকলকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন।

বিধায়ককে দেখেই নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই বুপড়ি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নতুন নয়। আগেও বহুবার এই বুপড়িতে আগুন লেগেছে। স্থানীয়



বাসিন্দারা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। বসতি এলাকায় আগুন লাগার ফলে আশেপাশের বিল্ডিং অথবা বাড়িগুলিতেও তার প্রভাব লাগার ভয় থাকেই যায়। স্থানীয়দের অভিযোগেই কার্যত সহমত হয়ে বিধায়ক বলেন, তবুই বুপড়ি এলাকা

খালি করার কথা অনেক আগে থেকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু কেউ কথা শুনছে না। আজকে এমন একটা বিপদ ঘটে গেল। দ স্থানীয়দের অভিযোগ, এখানে বেশিরভাগ বাড়িই টিনের, ওই বুপড়িতে যারা

বসবাস করেন, কেউ-ই ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা নন। প্রায় দেড়শো থেকে দুশো জন বুপড়িতে বাস করেন বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট নাকি রান্নার গ্যাস থেকে আগুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূলের কোনও কাউন্সিলর টিকিট পাবে না বিজেপির তরফে দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন শমীক

তৃণমূলের কোনও কাউন্সিলর টিকিট পাবে না বিজেপির তরফে। ওনাদের শুভ বিজয়া জানাচ্ছি।’ আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে এভাবেই বিজেপির দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। আসন্ন কলকাতা, হাওড়া সহ বাকি পুরসভা গুলিতে ভোটের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। তার মধ্যেই তৃণমূলের বিদায়ী কাউন্সিলরদের মধ্যে অনেকেই বিজেপির টিকিট পেতে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে নির্দিষ্ট মাপকাঠি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত, তোলাবাজিতে অভিযুক্ত, কালিমালিপ্ত নেতাদের দেওয়া হবে না টিকিট। ভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে এলেও টিকিট তাঁরাই পাবেন, যাঁদের স্বচ্ছভাবমূর্তি রয়েছে ও জেতার ক্ষমতা রয়েছে। এমনটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন পুরভোটের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তারপরেই জল্পনা শুরু হয়েছে, তাহলে তৃণমূল থেকে কাউকে টিকিট দেওয়া হতে পারে। কয়েকদিন আগেই কানাঘুষো শোনা যায়, দেবলীনা কুমার, জুঁই বিশ্বাস, অনন্যাদের টিকিট দিতে পারে বিজেপি। কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটে বিজেপির হটে কারা ভোটে লড়বেন, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। আজ, বৃহস্পতিবার রাতে শহরে আসছেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। আগামিকাল শুক্রবার রাজ্য নেতৃত্বের



সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা তাঁর। সেখান থেকে আসন্ন পুরনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা, প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। সব ঠিক থাকলে অক্টোবরেই হাওড়া ও কলকাতার পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি। তবে জল্পনা যতই ছড়াক তৃণমূল থেকে কোনো কারণ ছিল রাতারাতি বিজেপিতে নাম লিখে টিকিট পাবে না বলেই দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপে গিয়ে বলেন, ‘তৃণমূলের কোনও কাউন্সিলর টিকিট পাবে না বিজেপির তরফে। ওনাদের শুভ বিজয়া জানাচ্ছি। মানুষ নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছে।

রাজ্যে ক্ষমতায় এনেছে শুধুমাত্র জামার পরিবর্তন নয়, ভিতরের মানুষটার পরিবর্তনের জন্য। সংসদীয়, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত। আমি আমার বিধায়কদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কথা বলতে পারি। তারা কি করছেন কি করবেন সেটা নিয়ে মন্তব্য করতে পারি রাজ্য সভাপতি হিসেবে। তবে বিধানসভার ভিতরের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য চূড়ান্ত। বাকি কোন দলের কে আছে কে থাকবে না থাকবে সেটা নিয়ে আমি মন্তব্য করতে পারব না।’ অর্থাৎ তৃণমূলের টিকিটে জেতা কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুঁই বিশ্বাস, দেবলীনা কুমার, দেবলীনা বিশ্বাসদের জন্য দরজা খুলছে না বিজেপি, এটা স্পষ্ট।

গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা আনসারি

তৃণমূল নেতা মাজিদ আনসারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। ২০২৩ সালের পুরনো একটি মামলায় আনসারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের দাবি, বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ দিকে মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, চোরবাগান কাণ্ডে যারা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের বিশেষ করে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রতিবাদে আমহাস্ট্র স্ট্রিট থানার সামনে বসে পড়েন তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক। থানার সামনে পালটা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁদের দাবি, দেশ বিরোধীদের বাঁচাতে কুণাল এসেছেন। কুণালকে তাঁকে থানা থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক দাবি তোলেন বিক্ষোভরতরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরনো

স্লীলতাহানি, তোলাবাজি, কটুজির অভিযোগে আনসারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। সওয়াল জবাবে তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, ধৃত



দিল্লিতে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও প্রমাণ নেই। জামিনের আবেদন জানানো হয়েছে। এ দিকে মমতাপন্থী বিধায়ক কুণাল আমহাস্ট্র স্ট্রিট থানার সামনে চলে

যান। তার দাবি, চোরবাগান কাণ্ডে প্রতিবাদ করায় বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। থানার সিঁড়িতে বসে তাঁকে বলতে শোনা যায়, তবুয়ো অভিযোগে তুলে আনা

হচ্ছে। আসল অপরাধীরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর থানার ওসি তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি।

স পাদকীয়

২৩ অক্টোবর ২০২৬ ৥ শুক্রবার

বিজ্ঞাপনের দামে প্রাণ !

একটি খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন চাইতে গিয়ে যদি একজন সাংবাদিককে প্রাণ দিতে হয়, তার চেয়ে ভয়াবহ বার্তা সংবাদমাধ্যমের জন্য আর কী হতে পারে? উত্তরপ্রদেশের হাপুরে প্রবীণ সাংবাদিক মহম্মদ নাসিম আহমেদের মৃত্যুর অভিযোগ শুধু একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধের ঘটনা নয়, বরং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিজ্ঞাপননির্ভর সাংবাদিকতার বাস্তবতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল অভিযোগ অনুযায়ী, আগামী উৎসব ও দেওয়ালি উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে গত ১৮ অক্টোবর হাপুরের জারোঠি রোডের একটি আটা কলে গিয়েছিলেন ৬০ বছরের সাংবাদিক মহম্মদ নাসিম আহমেদ। তিনি হিন্দি দৈনিক 'দৈনিক জনবাণী'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী সালাউদ্দিন ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কথাবার্তা থেকেই শুরু হয় বচসা অভিযোগ, একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় গালিগালাজ নাসিম আহমেদ প্রতিবাদ করলে তাঁকে কয়েকজন মিলে মারধর করেন বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। একটি বিজ্ঞাপনের জন্য দরজায় কড়া নাড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের দরজাটিই বন্ধ হয়ে গেল একজন প্রবীণ সাংবাদিকের ঘেটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আটা কলের মালিক অশোক কুমার গুপ্ত, তাঁর ছেলে কপিল ওরফে কপিল আগরওয়াল এবং সহযোগী নরেশ কুমারকে গ্রেফতার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলছে। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত। কারণ কোনও মতবিরোধ, কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন, কোনও বিজ্ঞাপন কিংবা কোনও আর্থিক বিবাদই একজন মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার অধিকার কাউকে দেয়া না। কিন্তু এই ঘটনার আরও একটি দিক রয়েছে যা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। আজকের সংবাদমাধ্যমের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বিজ্ঞাপন শুধু ব্যবসার অংশ নয়, বহু সংবাদপত্রের টিকে থাকার অন্যতম ভিত্তি। বিশেষ সংখ্যা, উৎসব সংখ্যা কিংবা স্থানীয় সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ সাংবাদিকতার পরিসরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে থাকে। ফলে সাংবাদিককে অনেক সময় খবর সংগ্রহের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজেও মার্টে নামতে হয়। এই বাস্তবতা নতুন নয়। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে যদি সাংবাদিককে অপমান, হুমকি, হামলা কিংবা প্রাণহানির মুখে পড়তে হয় তাহলে বিষয়টি আর ব্যক্তিগত বিবাদ থাকে না। এটি সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সাংবাদিকের হাতে অস্ত্র থাকে না। থাকে কলম, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন কিংবা একটি পরিচয়পত্র। তাঁর শক্তি মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরা। সেই মানুষটিকেই যদি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় তাহলে তা শুধু একজন সাংবাদিকের ওপর হামলা নয়। এটি সমাজের তথ্য জানার অধিকারের ওপরও আঘাত। মহম্মদ নাসিম আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস বা আইএফজে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২১ অক্টোবরের বিবৃতিতে সংগঠনটি দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। এই দাবি যথার্থ। কারণ সাংবাদিক হত্যার প্রতিটি ঘটনা যদি দীর্ঘ তদন্ত, ধীর বিচার কিংবা আইনের ফাঁকফোকরে হারিয়ে যায় তাহলে অপরাধীরা আরও সাহসী হয়ে উঠবে। তবে শুধু এই একটি ঘটনার বিচার করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন, সংবাদমাধ্যমের মালিকপক্ষ এবং সাংবাদিক সংগঠন সকলকেই আরও সক্রিয় হতে হবে। মার্চে কাজ করা সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তা-প্রোটোকল, জরুরি সহায়তা ব্যবস্থা এবং কোনও হুমকি বা হামলার ক্ষেত্রে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। আরও জরুরি হল, সাংবাদিকের সঙ্গে মতবিরোধকে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হিংসার পরিণত না হতে দেওয়া। কোনও প্রতিবেদন পছন্দ না হলে প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক ও আইনি পথ রয়েছে। বিজ্ঞাপন নিয়ে মতবিরোধ হলে আলোচনার পথ রয়েছে। ব্যবসায়িক বিবাদ হলে আইনের পথ রয়েছে। কিন্তু লাঠি, ঘুষি কিংবা হামলা কখনও সমাধানের পথ হতে পারে না। মহম্মদ নাসিম আহমেদের মৃত্যু। তাই আমাদের সামনে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন রেখে গেল একজন সাংবাদিক কি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবেন না?



ভারত হলো একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের মতো এত বৈচিত্র্য অন্য কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই অতুল প্রাসাদ সেন লিখেছেন; নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখা মিলন মহান। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যুগের পর যুগ বসবাস করে আসছে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য যখন পারস্পরিক অবিশ্বাস, জাতিগত বিদ্বেষ এবং হিংসার কারণ হয়ে ওঠে তখন শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের শান্তি এবং সম্প্রীতিকে নষ্ট করে না। গোটা দেশের গণতান্ত্রিক চেতনার সামনে প্রশ্ন তুলে দেয়। মনিপুরের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত সেই প্রশ্নকেই আরও গভীর করে তুলেছে। মনিপুর হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এখানকার মনোরম পাহাড় ও সৌন্দর্যময় উপত্যকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি রাজ্যটিকে এক স্বতন্ত্রময় বৈশিষ্ট্যের রূপ দিয়েছে। ঠিকই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে রয়েছে ভূমির অধিকার, সংরক্ষণ, উন্নয়নের অসমতা ছাড়াও রয়েছে নানা সমস্যা। মনিপুরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন- মেইতেই, কুকি-জো এবং নাগা। এছাড়াও পাঙ্গাল বা মনিপুরী মুসলিম, নেপালি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। কিছু দিন আগে, অক্টোবর ৯-১০, ২০২৬ সালে মনিপুরের ঘটনাটি যে ঘটেছে, মনিপুরের ইতিহাসে এই ধরনের জাতিগত বিদ্বেষ, ভূমির অধিকার এবং সংরক্ষণ নিয়ে একে অপরের সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘটে থাকা বিবাদটি নতুন নয়। আমরা যদি, একটু সময়টিকে পিছনের দিকে নিয়ে যাই তাহলে দেখবো ১৯৯২ সালেও (কুকি-জো এবং নাগা) এই দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমির অধিকার এবং পাহাড়ি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রক্তক্ষয়ী বিরোধের সূত্রপাত হয়। ৫-৬ বছর ব্যাপী ধরে সংঘাত চলতে থাকে। এই সংঘাতে প্রায় ১,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল (নিউজ টিভি ইন্ডিয়া, ২০২৬)। তারপর ২০২৩ সালের মে মাসের দিকে নজরদি মেইতেই ও পাহাড়ে বসবাসকারী কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বিবাদ শুরু হয়। এই সংঘাতের মূল কারণ ছিল-- মনিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে বলেন মেইতেই সম্প্রদায়কে তপশিলি উপজাতি (এস.টি.) মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টিকে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়। তারপর আমরা দেখতে পাই কুকি-জো এবং মেইতেই-এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তবে ২০২৩ সালে পাহাড়ি অঞ্চলের আদিবাসী ছাত্র সংগঠনগুলো

শান্তি কোথায়, মনিপুর ?

কৌশিক সেন



একটি বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা নিউজ চ্যানেল থেকে জানা যায় প্রায় ২৬০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান এবং ৬০, ০০০ এর বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে আন শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে এই পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। এবারে মূল আলোচনায় আশা যাক, কিছুদিন আগের ঘটনা আমরা সংবাদমাধ্যমে বা বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে দেখছি অক্টোবর ৯-১০, ২০২৬ সালে মনিপুর আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বারবার এই মনিপুরের মতো সৌন্দর্যময় এক পরিবেশ থেকে একে অপরের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ, অবিশ্বাস এবং পারস্পরিক শত্রুতার পরিবেশ কেন দেখা দিচ্ছে বারবারে। শুধুমাত্র মনিপুর বাসিই নয়, অনেক সাধারণ মানুষ চাই এই এলাকায় শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। সরকারের একান্ত প্রয়োজন স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করা এবং সমস্যার সমাধান করা। ঘটনার বিবরণ ছিল; ৯-১০ অক্টোবর ২০২৬ সালে মনিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে আবার জাতিগত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে কুকি-জো এবং নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। নানা সংবাদ মাধ্যমে থেকে তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয় এবং ১৪ টি বাড়ি আগুনে পুড়ে যায় (হিন্দুস্থান টাইম্‌স, ২০২৬)। তার মধ্যে ছিল- ৬ জন নাগা, ২ জন কুকি-জো এবং ১ জন গোখা সম্প্রদায়ের মানুষ। ঘটনাটি ঘটে মূলত; কামজং, কাংপোকপি এবং উখরুল জেলায়। নাগা এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন নাগা ব্যক্তিকে হত্যার পর তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ সামনে আসে, এই

ঘটনাটি রাজ্যের জাতিগত অস্থিরতার এক ভয়াবহ দিককে প্রকাশ করে। এই ঘটনা কেবল একটি পরিবারের মানবিক মর্যাদা, আইনের শাসন এবং জাতিগত সম্প্রীতির সামনে এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে। কোন মানুষের পরিচয় জাতি বা সম্প্রদায় যাই হোক না কেন তার জীবনের অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে মূল্যবান। মনিপুরের বর্তমান অশান্তিকে বুঝতে গেলে অতীতে যে ২০২৩ সালের ঘটনাটি ঘটেছিল সেই দিকে একবার ফিরে তাকানো জরুরী। সেই সময় মেইতেই কুকি-জো এই দুই-জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তা শুধুমাত্র জাতিগত বিরোধ ছিল না এর সঙ্গে ভূমির অধিকার, সংরক্ষণ, রাজনৈতিক অধিকার মর্যাদা পাওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেই। এই সংঘাতের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল -- মনিপুর হাইকোর্ট সেখানকার রাজ্য সরকার কে মেইতেই সম্প্রদায়কে তপশিলি উপজাতি মর্যাদা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত দেখা যায় এবং গোটা মনিপুর জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন আসছে ---- মনিপুর হাইকোর্টের একটা আদেশ সংঘাত কেন হবে? তার পিছনে একটা বড় কারণ রয়েছে কুকি-জো সম্প্রদায়ের বসবাস করে থাকেন- পার্বত্য এলাকায় এবং মেইতেই সম্প্রদায় বাসবাস করে- উপত্যকা এলাকায়। কুকি-জো সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন যে যদি মেইতেই সম্প্রদায় তপশিলি উপজাতি মর্যাদা পেয়ে যাই তাহলে পরবর্তীকালে চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পেয়ে যাবে এর ফলে পুরো মনিপুর জুড়ে একটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা বদল আসবে। সবথেকে বড় বদল আসবে ভূমির ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেন বদল আসবে আশা করছি বুঝতে পারছেন মনিপুরের

যে পার্বত্য এলাকাগুলো রয়েছে সেই ভূমি গুলি সংরক্ষিত। এগুলি তপশিলি উপজাতিদের জন্য মনিপুরে কুকি-জো এবং নাগা সম্প্রদায়ের জনজাতি হলো তপশিলি উপজাতি সংরক্ষণের মধ্যে পড়ে। এবার যদি মেইতেই কমিউনিটির মানুষেরা এস.টি. আওতার মধ্যে পড়ে তাহলে সংরক্ষিত ভূমির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা থেকেই বিরোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। জমির সংরক্ষণ থেকে -- হিংসাত্মক সংঘর্ষে পরিণত হয়ে পড়ে। সংবাদ মাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুকি-জো এবং মেইতেই সম্প্রদায়িক সংঘাতে প্রায় ৩০৬ জন মানুষ নিহত হন এবং ৬০০০০ হাজারেও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে যান এবং ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এভাবে আর কতদিন চলবে? কতদিন মানুষ নিজের পরিচয়, জাতিগত অস্তিত্ব কিংবা ভূমির অধিকার রক্ষার আশঙ্কায় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাবে? কতদিন নিরীহ মানুষকে প্রাণ হারাতে হবে, কতদিন শিশুরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে, আর কতদিন পরিবারগুলি প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা বয়ে বেড়াবে? যে সংঘাতের আগুনে মানুষের ঘর-বাড়ি পুড়ে যায়, সেই আগুন শুধু বাড়ির দেওয়াল ধ্বংস করে না; ভেঙে দেয় মানুষের স্বপ্ন, নিরাপত্তাবোধ এবং আগামী দিনের প্রতি বিশ্বাস। সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হলো, এই সংঘাতের জন্য যারা দায়ী নয়, অনেক সময় সেই সাধারণ মানুষকেই তার সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয়। জাতিগত পরিচয়ের কারণে প্রাণ হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটায়, তাহলে তার কাছে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি কতটা অর্থবহ থাকে? মনিপুরে শান্তি ফিরুক, মানুষের মনে আস্থা ফিরুক, জাতিগত বিভাজনের জায়গায় মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হোক; এই প্রত্যাশাই আজ সমগ্র দেশের।





২৩ অক্টোবর ।। ২০২৬

মাড়গ্রামে দুই পাড়ার সংঘর্ষে জখম ৮



রামপুরহাট ঃ দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের পর গাঁজা খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা। আর সেই বচসা থেকেই দুই পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার কনকপুর গ্রাম। একাদশীর সন্ধ্যায় লেটপাড়া ও দাসপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ থেকে ৮ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের পর লেটপাড়ার কয়েকজন যুবক দাসপাড়ায় গিয়ে গাঁজা খাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। তাদের এই কাজে বাধা দেন দাসপাড়ার কয়েকজন যুবক। তা নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। ক্রমে সেই বিবাদে দুই পাড়ার আরও লোকজন জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় মারামারি ও ইট-পাথর ছোড়াছুড়ি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় বাঁশ, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালানো হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, দাসপাড়ার বাসিন্দা সন্তোষী দাসের অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন তাঁদের উপর বাঁশ, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে মেঘনাথ লেট, লাল্টু লেট, জিতেন কুমার লেট ও চন্দ্রল লেট-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সংঘর্ষে কারা জড়িত ছিলেন এবং হামলার অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

৪৭ বছরে পশ্চিম সিরাবাড়ির লক্ষ্মীপূজা

ফালাকাটা : দুর্গাপূজার রেশ কাটতে না কাটতেই লক্ষ্মীপূজাকে ঘিরে উৎসবের আবহ পশ্চিম সিরূবাড়িতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামে প্রায় পাঁচ দশকের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে সর্বজনীন লক্ষ্মীপূজা ও মেলা। এ বছর ৪৭তম বর্ষে পদার্পণ করল এই উৎসব। ১০ ফুটের বিশাল লক্ষ্মী প্রতিমাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, একসময় সিরূবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় বড় কোনও উৎসবের আয়োজন ছিল না। সেই অভাব পূরণ করতেই প্রবীণদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল এই পূজা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্যোগ আজ এলাকার অন্যতম আকর্ষণীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। আগামী রবিবার পূজা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে সাত দিনের মেলা। পূজার দিন উপস্থিত থাকার কথা শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের। মেলার উদ্বোধনে আসার কথা সাংসদ মনোজ টিঙ্গা, বনমন্ত্রী মনোজ ওরুণ্ড এবং আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাসের বর্তমানে এলাকার যুবসমাজের উদ্যোগেই পরিচালিত হচ্ছে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব। কমিটির সভাপতি গোপাল দাস এবং সম্পাদক পবিত্র অধিকারি। পবিত্র অধিকারি জানান, বাব্বের মেলায় থাকছে দুদিনের কুমাং যাত্রাপালা, ভাওয়াইয়া গান, বাউল সংগীত, অর্কেস্ট্রা ও নৃত্যানুষ্ঠান। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের সমাগমে এই মেলা পরিণত হয় সম্প্রীতি ও মিলনের উৎসবে।

টাকিতে জ্ঞানেশের কুশপুতুল দাহ



বসিরহাট প্রধান নির্বাচন কমিশনার
জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও
গ্রেফতারের দাবিতে গুস্তাবার টাকির
বোর্ড ঘাটে বিক্ষোভ দেখাল
ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি
কর্মসূচির শেষে জ্ঞানেশের কুশপুতুল
দাহ করে প্রতিবাদ জানান
আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবি,
বিতর্কিত এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল
করে সমস্ত বৈধ নাগরিকের
ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে
হবে। এস কে এম, এ আই কে কে এম
এস এবং ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয়
সমিতির উদ্যোগে এই কর্মসূচির
আয়োজন করা হয়। নির্বাচন
কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ
করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের
অভিযোগে, এসআইআর প্রক্রিয়ার
ফলে বহু বৈধ নাগরিকের নাম
ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার
আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে
ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে
সমস্যায় পড়তে পারেন সংশ্লিষ্ট
নাগরিকেরা। আন্দোলনকারীদের
দাবি, প্রায় ১৩ কোটি বৈধ নাগরিকের

নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাগরিক পরিষেবা বন্ধ করা চলবে না। তাঁদের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে কোনও বৈধ নাগরিক যেন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে সরব হন বিক্ষোভকারীরা। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের পাশাপাশি তাঁর

থেফতার এবং দুষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তোলেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ভোটাদিকার রক্ষা এবং বৈধ নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। কর্মসূচির শেষে কুশপুতুল দাহের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদ জানান তাঁরা। উদ্যোক্তাদের দাবি, বৈধ নাগরিকদের ভোটাদিকার রক্ষার দাবিতে কর্তৃক এই আন্দোলন আগামী দিনেও চলবে।

ফালাকাটায় বুনো হাতির তাণ্ডব!

ফালাকাটা : দুর্গাপূজোর আমেজ
মিটেতেই ফের উত্তরবঙ্গের
লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু
করেছে বুনো হাতির দল।
বৃহস্পতিবার রাতে ফালাকাটা ব্লকের
শিবনাথপুর গ্রামে তাণ্ডব চালাল
জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে
আসা ১০-১২টি বুনো হাতির একটি
বিরাট দল। একই রাতে পার্শ্ববর্তী
কুঞ্জনগর এলাকাতেও চারটি হাতির
একটি দল লোকালয়ে প্রবেশ করে
কুঞ্জনগরে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি
না হলেও এবং বনকর্মীদের
তৎপরতায় হাতিগুলিকে জঙ্গলে
ফেরানো গেলেও, শিবনাথপুর গ্রামে
হাতির তাণ্ডবে একর পর একর
ধানখেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে।
স্থানীয় শ্রূণে জনা গিয়েছে, বর্তমানে
খেতে ধান পাকতে শুরু করেছে এবং
আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ফসল
কাটার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল।
ঠিক এই সময়েই হাতির দল



লোকালয়ে ঢুকে তছনছ করে দেয়
বিষার পর বিধা জন্মি। শিবনাথপুর
গ্রামের বাসিন্দা জীবন কার্জি,
সোমনাথ কার্জি, কালীকান্ত বর্মন,
শরৎ বর্মন ও মন্টু রায়দের মতো বহু
কৃষকের পাকা ধানখেত মাড়িয়ে
ছারখার করে দিয়েছে বুনো হাতির
দলটি। এমনকি ধানের শিখও খেয়ে
সাবাড় করে দিয়েছে তারা।
বৃহস্পতিবার রাতে গ্রামবাসীরা
বাজি-পতাকা ফাটিয়ে চিংকার শুরু
করেন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে

বনকমরীয়া দ্রুত
ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং
যৌথ প্রচেষ্টায় হাতির
দলটিকে পুনরায়
জলাদাপাড়ার জঙ্গলে খে-
দিয়ে পাঠানো সম্ভব হয়।
কিন্তু এই ঘটনায়
আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ
কৃষকদের দাবি,
অবিলম্বে বন দফতরকে
নজরদারি ও টহলদারি
দেবে; তা না হলে কষ্টের
ঘরে তোলা একেবারেই
য়ে পড়বে অন্যদিকে, বন
তরফে ইতিমধ্যেই
এলাকা পরিদর্শন করে
বিস্তারিত তথ্য ও তালিকা
কাজ শুরু করা হয়েছে।
নিজ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত
বারঙালিকে দ্রুত ক্ষতিপূরণ
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
রের পক্ষ থেকে।

এলাকা য় নজরদারি ও টহলদারি বাড়াতে হবে; তা না হলে কষ্টের ফসল এবার ঘরে তোলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, বন দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য ও তালিকা সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। সরকার নিয়াম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বন দফতরের পক্ষ থেকে।

২০০ টাকায় সম্ভাবন বিক্রির চেস্তা শিলিগুড়িতে!

শিলিগুড়ি : সপ্তমীর
 বলমলে রাত। চারদিকে
 আলোর রোশনাই,
 ঢাকের আওয়াজ আর
 উৎসবের আমেজ। ঠিক
 সেই মুহূর্তেই গুরুবস্তির
 একটি নার্সিংহোমের
 পাশে কোলে একরত্তি



শিশুকে নিয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন এক অসহায় তরুণী। পরনে জীর্ণ, রঙ-ওঠা পোশাক। উৎসবের কোলাহল ভেদ করে তিনি পথচলতি মানুষদের আকৃতি জানাছিলেন, ভ্রাচ্চাটিকে বিক্রি করে দিতে চাই, কেউ দুষ্টো টাকা দিয়ে নিয়ে নিন ওকে! দ অভাবের চরম অন্ধকারে আচ্ছন্ন এমন এক করুণ দৃশ্য নাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ির মানুষকে। প্রথমে পথচলতি সাধারণ মানুষ বিষয়টি বুঝতে না পারলেও, ভুল ভাঙতেই ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ওই মহিলা জানান, বাচ্চাটিকে খাওয়ানোর মতো এক কড়াও টাকা নেই তাঁর কাছে। বাড়িতে আরও একটি সন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশ ও এক পথচলতি কুড়ানি তরুণীর সহায়তায় মাল্লাগুড়ির রেললাইনের ধারের বুপড়িতে পৌঁছানো হয়। সেখানে দেখা যায়, অন্য শিশুর পাশাপাশি রয়েছেন ওই মহিলার বৃদ্ধা মা-ও। দু'বোলা ভ্রম জেটানো যেখানে অসম্ভব, সেখানে অনাহারে তঁজিয়ে সন্তানকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই শুধু পাচ্ছিলেন না ওই মা টিকি সেই সংকটময় মুহূর্তে শিশুটির দেবদূত হয়ে দেখা দেন দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন বুপড়ির বাসিন্দা পেশায় কাগজ-বোতল কুড়ানি এক তরুণী। শিশুটির অবস্থা ও মায়ের অবস্থা দেখে মায়ায় পড়ে একরত্তিকে নিজের কাছে রাখার আবেদন জানান তিনি পুলিশ ও মায়ের কাছে। সেই প্রস্তাবে সকলে সায় দিলে উৎসবের ক দিন ওই তরুণীর বুপড়িতেই কেটেছে শিশুটির। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার ও পুলিশকর্মীরা নিয়মিত দুধ্জাত খাবার ও নতুন জামাকাপড় পৌঁছে দিয়েছেন শিশুটির জন্য। বৃহস্পতিবার প্রধাননগর থানায় শিশুটির মা এসে কান্নাভেজা গলায় স্বীকার করেন, অসদীন সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য ২০০ টাকা জোগাড় করা খুব দরকার ছিল। সারাদিন চেষ্টা করেও না পেরে বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে গিয়েছিলাম, বড় ভুল হয়েছিল। আপাতত শিশুটি ওই তরুণীর কাছে নিরাপদে রয়েছে এবং মা চাইলে যেকোনো সময় ফিরিয়ে নিতে পারেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রধাননগর থানার তরফে প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাবে হচ্ছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সচেতন নাগরিক ও সামাজিককর্মীদের মনে বড় প্রশ্ন: যে তরুণী নিজে কুড়িয়ে আনা প্লাস্টিক-কাগজ বিক্রি করে টেনেটুনে দিন গুজরান করেন, তিনি কতদিন এই শিশুর দায়িত্ব সামলাবেন? আর যে মা চরম দারিদ্র্যের বাধ্যবাধকতায় নিজের সন্তানকে বিক্রি করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন, তাঁরই বা ভবিষ্যত কি?

NAYAN নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপুজার
খুশিতে হিঙুণ আনন্দ,
ই-রিজায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিভাবে বাটারি
পাওয়া যায়





Nayan Enterprise

ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER





Official Number
8927549704



Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



২৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

নাবালিকার শ্রীলতাহানিতে অভিযুক্ত পুলিশকর্মী

শিলিগুড়ি : প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় এক নাবালিকার শ্রীলতাহানি করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মী দার্জিলিং জেলা পুলিশ লাইনে কনস্টেবল পদে কর্মরত। তাঁর বিরুদ্ধে নাবালিকার পরিবারের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও পুলিশকর্মীর দিদি ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে পালটা মারধর করার অভিযোগ তুলে এনজেপি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। দুটি অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনবাশি সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর ছুটিতে এনজেপি থানা এলাকার বাসিন্দা ওই পুলিশকর্মী বাড়িতে ফিরেছিলেন।

অভিযোগ, বুধবার সন্ধ্যায় ওই নাবালিকা প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত তার হাত ধরে টানেন। এমনকি, নাবালিকার চুল ধরে টানা এবং তাঁকে মারধরের চেষ্টা করা হয়। আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানায় ওই নাবালিকা। এরপরই নাবালিকার মায়ের তরফে ওই কনস্টেবলের বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। নাবালিকার মায়ের দাবি, ‘বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় মেয়ে একা বাড়ি থেকে বেরোনোর পর সকলের আড়ালে ওই পুলিশকর্মী আমার মেয়ের হাত ধরে টানেন এবং চুল ধরে টানটানি করার পাশাপাশি মারধরের চেষ্টা করেন। থানায় অভিযোগ না জানানোর জন্য আমাদের নানাভাবে হুমকি দেওয়া

হচ্ছে। এমনকি, আমাদের বিরুদ্ধে ওই কনস্টেবলের পরিবারের তরফে পালটা মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।’ অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর দাবি, পাড়ায় ওই পরিবারের সঙ্গে তাঁর দিদির খামেলা হয়েছিল। সেই সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর ভাগ্নিকেও মারধর করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত নই। আমার দিদিকে মারধর করা হয়েছে। সেই কারণে আমার দিদি থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। আমি পালটা কোনও লিখিত অভিযোগ দিইনি। ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে পুলিশ। তবে ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় থমথমে পরিবেশ রয়েছে।

দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে রোগীর হামলায় রক্তাক্ত দুই নার্স

শিলিগুড়ি : চিকিৎসাধীন রোগীর হামলায় গুরুতর জখম দুই নার্স। বৃহস্পতিবার এমনই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, হামলাকারী রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেও জখম দুই নার্স বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। তবে কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশও। ঘটনার জেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশের বক্তব্য, হাসপাতাল থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পুরোপুরি সুস্থ না থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাচ্ছে না। একটু সুস্থ হলেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন জোড়বাংলো থানার বাতাসিয়া এলাকার বাসিন্দা সজল রাই। শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালের ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রেখে চিকিৎসা চলছিল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন সজল। বুধবার তাঁকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে বলে চিকিৎসকরা আগেই জানিয়েছিলেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ছুটি হওয়ার আগে আচমকা সজল ওয়ার্ডে থাকা দুই নার্সের ওপর হামলা চালান।



চিকিৎসাধীন রোগীর হামলায় গুরুতর জখম দুই নার্স। বৃহস্পতিবার এমনই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, হামলাকারী রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেও জখম দুই নার্স বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

প্রথমে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে লাথি মারেন বলে অভিযোগ। পরে ওয়ার্ডে থাকা ধারালো চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়েও দুই নার্সকে আঘাত করা হয়। গুরুতর জখম হন প্রভা ছেত্রী এবং লক্ষ্মী রাই। দুই নার্সের চিকিৎসার কয়েকজন ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতাল সুপার ধীরাজ রায় সহ অন্য চিকিৎসকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রক্তাক্ত দুই নার্সের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় সিসিইউতে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা

পর অভিযুক্ত সজলকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। হাসপাতাল সুপার জানান, হামলাকারী রোগী শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়ায় তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ওই রোগীর হামলায় জখম দুই নার্সের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশকে পুরো ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত থেকেই ওই রোগী সিসিইউতে মনিটরের শব্দ বন্ধ করার আদার করছিলেন। নার্সরা বারবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে রোগীর ভেন্টিলেটর চললে মনিটরে শব্দ হবেই। কিন্তু ওই রোগী রাতভর একই আদার করতে থাকেন। এদিন ভোরবেলা উত্তেজিত হয়ে ওই নার্সদের ওপর হামলা করেন। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই হাসপাতালে গিয়ে ঘটনার খোঁজখবর নেন। তিনি ঘটনার নিন্দা করে দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার দাবি তুলেছেন।

পুজোর ছ’দিনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ১২৮ রোগীর মৃত্যু

শিলিগুড়ি : পুজোর ছ’দিনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১২৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে, এর মধ্যে আটজন রোগীর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয়েছে। অথচ এবার হাসপাতাল সুপার থেকে শুরু করে অন্য আধিকারিকরা পুজোর মধ্যেও অফিসে বসেছেন, রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন। তার পরেও এতগুলি মৃত্যু আটকানো যায়নি। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, ‘মেডিসিন বিভাগেই ৭০ শতাংশ মৃত্যু হয়েছে। লিভার, কিডনি খারাপ, নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিসের মতো ক্রনিক রোগ নিয়ে পুজোর মধ্যে রোগীরা ভর্তি হয়েছিলেন। বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের এখানে রেফার করা হয়েছিল। এখানে চিকিৎসার খুব বেশি সুযোগ ছিল না। ২০২৫ সালের দুর্গাপুজোয় পাঁচদিনে মেডিকেলে ৭৭ জন রোগীর মৃত্যু



হয়েছিল। ২০২৪ সালে সংখ্যাটা ছিল ৯৪। এবার ছ’দিনে অর্থাৎ ১৬-২১ অক্টোবর এক লাফে রোগীমৃত্যুর সংখ্যাটা বেড়ে ১২৮ হয়েছে। বছরের অন্য সময় সাধারণভাবে মেডিকেলে প্রতিদিন গড়ে ১৪-১৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়। পুজোর ক’দিনের হিসাব ধরলে গড়ে ২০ জনের বেশি রোগীর মৃত্যু হয়েছে হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবর জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় গুরুতর জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরেই আটজন রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই রোগীদের চিকিৎসার কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি। এই ক’দিনে ২৪টি

অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। পুজোর ক’দিনে মৃতদের মধ্যে ১২টি শিশু রয়েছে। মেডিসিনের পুরুষ এবং মহিলা অন্তর্বিভাগে বাকি মৃত্যুগুলি হয়েছে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ অক্টোবর থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সংকটজনক রোগীদের মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্রনিক বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত সংকটজনক রোগীর সংখ্যাই বেশি ছিল। এই রোগীদেরই মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন। প্রতি বছর পুজোয় অতিরিক্ত রোগীমৃত্যু আটকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার আগেভাগে ডিউটি রোস্টার তৈরি করে চিকিৎসকদের হাজিরা নিয়ে কড়াকড়ি করা হয়েছিল। খোদ হাসপাতাল সুপার, সহকারী সুপার অভিযেক ঘোষ সহ অন্য আধিকারিকরা পুজোর ক’দিন রোগীদের চিকিৎসার ওপর নজর রেখেছিলেন। কিন্তু এত নজরদারির পরেও রোগীমৃত্যুতে রাশ টানা যায়নি।

AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত

দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছঠ পুজো উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে

ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর **100/- টাকা**

5 বছরের উপর **200/- টাকা**

Follow Us: www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



২৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

আরশোলা'দের দমাতে এবার 'লাল হিট জনতা পার্টি'!

গণতন্ত্র রক্ষায় শপথ, কী দাবি?

মাত্র কয়েকমাস আগেই জন্ম। তার মাঝেই একের পর এক আন্দোলনের জেরে নজর কেড়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বর্তমানে এসআইআর এবং 'ভোটচুরি' ইস্যুতে সরব হয়েছে তারা।

এবার 'আরশোলা'দের দমাতে আত্মপ্রকাশ করল 'লাল হিট জনতা পার্টি'। সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা 'আইএএনএস'কে সাক্ষাৎকার দেন 'লাল হিট জনতা পার্টি'র আহ্বায়ক অয়ন ভট্টনগর। তিনি বলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই দল গঠিত হয়নি। এটা আমরা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছি। আমরা সিজেপি এবং তাদের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছি। আমরা সেই সব 'আরশোলা'দের বিরোধিতা করি, যারা দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে চায়, দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। আমরা আমাদের মতামত ও যুক্তি তুলে ধরব, আমাদের বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দেব। তিনি



আরও বলেন, তামাররা দেখিয়ে দেব, সিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এখন 'লাল হিট জনতা পার্টি'র মতো একটি দল রয়েছে। সাহস থাকলে আসুন, বিতর্কে অংশ নিন। আপনারা জিতলে সেটা হবে আপনারা জয়, আর আমরা জিতলে সেটা হবে আমাদের জয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে এসআইআর-এ 'কারচুপি'-সহ একাধিক অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে সিজেপি। গ্রেপ্তার হন দলের তিন শীর্ষ নেতা অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাধা দাস এবং সৌরভ দাস। যদিও পরে শর্তসাপেক্ষে ছাড়া পান দীপকে। আগামী ১ বছর শাস্তিভঙ্গ হয় এমন কোনও কাজ তিনি করবেন না, এই মর্মে একটি পিস বন্ডে (পডুন মুচলেকা) সই করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ৫০ হাজার টাকার বন্ডেও সই করতে হয়েছে 'ককরোচ' প্রধানকে।

বিক্ষোভে বিদেশি মদত রাহুলকে 'মীরজাফর' তোপ বিজেপির



ফ্রান্সে দাঙ্গা এবং ভারতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে চলা সাম্প্রতিক প্রতিবাদের মধ্যে 'যোগসূত্র' রয়েছে বলে দাবি করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন। সেই সূত্র তুলে ধরে বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে নৈরাজ্য ও সরকার ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরাসরি তোপ দাগল বিজেপি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া তাঁকে 'মীরজাফর' ও 'বিশ্বাসঘাতক' বলেও কটাক্ষ করেন। ফক্স নিউজের ডিজিটাল প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বের ১৩টি দেশে প্রায় ১০১টি সংগঠনের একটি যৌথ নেটওয়ার্ক রয়েছে, যারা সমন্বয় গড়ে বিভিন্ন বিক্ষোভ পরিচালনা করছে। এই প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া অভিযোগ করেন, নির্বাচিত সরকার

উৎখাতের উদ্দেশ্যে বামপন্থী এবং ইসলামপন্থী সংগঠনগুলি মিলে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি 'লাল-সবুজ বাস্তুতন্ত্র' গড়ে তুলেছে। দেশে বিশ্বালা ও অরাজকতা ছড়াতে এই বিদেশি এজেন্সির সঙ্গেই কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। অন্যদিকে আর এক বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি দাবি করেন, 'প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল' নামের একটি সংগঠন ফ্রান্স, আলবেনিয়া ও ভারতের বিক্ষোভগুলির মধ্যে গোপন প্রচারবার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ২০২৫ সালের এপ্রিলে ১০ জনপথে গিয়ে ওই সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাহুল ও সনিয়া গান্ধী বৈঠকও করেছিলেন। যার থেকে স্পষ্ট কংগ্রেস আসলে বিদেশি শক্তির 'রিমোট কন্ট্রোলে' চলছে। যদিও বিজেপির এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেসের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

ভারতীয়র মৃত্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তায় বড়সড় প্রশ্ন

সৌদি আরবের দাম্মাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গভীর রাতে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ভয়াবহ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ হারালেন এক ভারতীয় নাগরিক। বিস্ফোরণে এক সৌদি নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত আট জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সে দেশের অসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ। তড়িঘড়ি গোটা বিমানবন্দর চত্বর ঘিরে ফেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি মাসেই সৌদির বিভিন্ন বিমানবন্দর লক্ষ্য করে একের পর এক হুথি হানায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল বাইশে। গত জুলাই মাসে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই সৌদি আরবের



গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগার ও অসামরিক পরিকাঠামোয় ইরান-সমর্থিত হুথিদের আক্রমণ নজিরবিহীন মাত্রা নিয়েছে। সম্প্রতি এই হামলার তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে খোদ রাজধানী রিয়াদের প্রধান বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় সৌদি প্রশাসন। বিশ্বের বৃহত্তম অশোণিত তেল রফতানিকারক দেশটির বাণিজ্য রুথতে

লোহিত সাগরে সার্বিক নৌ-অবরোধ ঘোষণা করেছে হুথি বাহিনী। সেপ্টেম্বর মাসে বড়সড় সামরিক অভিযান চালিয়ে তারা উপকূলবর্তী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কब्জ করার পর সংঘাত আরও মারাত্মক রূপ নেয়। সৌদি নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর বিমান হামলা চললেও সাধারণ বিমানবন্দর চত্বরে এই মারণ আঘাত মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা বেষ্টনীকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

লাইসেন্সে ঠিকানা বদল বিনামূল্যে, ৩০ দিনে 'অটো-অ্যাপ্রভাল'

ড্রাইভিং লাইসেন্সে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আর গুনতে হবে না সরকারি ফি। আবেদন করার ৩০ দিনের মধ্যে আঞ্চলিক পরিবহন দফতর কোনও পদক্ষেপ না নিলে তা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই অনুমোদিত হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে এবং পরিবহন দফতরের দৌড়ঝাঁপ কমাতে কেন্দ্রীয় মোটর ভেহিকল রুলস, ১৯৮৯-এ এমনই একগুচ্ছ

খসড়া সংশোধন প্রস্তাব এনেছে সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক। প্রস্তাবিত নতুন ১৬এ নিয়ম অনুযায়ী, ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্য সংশোধনের আবেদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবেদন বাতিল হলে তার লিখিত কারণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানাতে হবে।

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে আর্থিক খাঁড়া

আর্মেনিয়া ও ফিলিপিন্সের পর মধ্য এশিয়ার তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে ভারতের সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'আকাশ' ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক সামরিক বাজারে ন্যাডাডিল্লির বড় কুটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। একদা অস্ত্র আমদানির উপর নির্ভরশীল দেশ থেকে অন্যতম শীর্ষ অস্ত্র রফতানিকারক হয়ে ওঠার যে স্বপ্ন ভারত দেখছে, আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র তার একটি বড় বিজ্ঞাপন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বাজারে ভারতের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অভ্যন্তরীণ রফতানি-অর্থায়নের জটিল ও শ্লথ পরিকাঠামো। পরিসংখ্যান বলাচ্ছে, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে দেশের মোট প্রতিরক্ষা উৎপাদন যেখানে ছিল ৪৬,৪২৯ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা একলাফে পৌঁছেছে প্রায় ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায়। একই সময়ে প্রতিরক্ষা রফতানি ৬৪৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ৩৮,৪২৪ কোটি টাকায়। ২০২৯ সালের মধ্যে বার্ষিক প্রতিরক্ষা উৎপাদন ৩ লক্ষ কোটি ও রফতানি ৫০,০০০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা বেঁধেছে কেন্দ্র। ব্রহ্মাস, আকাশ, অস্ত্র কিংবা তেজসের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এখন বিশ্বমঞ্চে ভারতের পরিচিতি বাড়ছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়লেও বিপত্তি তৈরি হচ্ছে আর্থিক নীতিতে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের চুক্তি সাধারণ ভোগ্যপণ্যের মতো নয়; এখানে ট্রায়াল, প্রযুক্তিগত মানোন্ময়ন ও কড়া নজরদারির জন্য দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের প্রয়োজন হয়। একজিম ব্যাক্সের 'লাইন অব ফ্রেন্ডি' (এলওসি) প্রকল্প থাকলেও তা মূলত সরকারি চুক্তির ক্ষেত্রেই মসৃণ কাজ করে। উল্টো দিকে, প্রতিরক্ষা সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ তৈরির সাথে যুক্ত হাজার-হাজার বেসরকারি এমএসএমই সংস্থা আন্তর্জাতিক চুক্তি জেতার পরেও পর্যাপ্ত কার্যকর মূলধন (ওয়াশিং ক্যাপিটাল) এবং সহজে ঋণ পাওয়ার সমস্যা পড়ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক যেখানে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ দিচ্ছে, সেখানে অর্থ মন্ত্রক ও ঋণপ্রদানকারী সংস্থাগুলির জটিল নিয়মের ফাঁসে আটকে যাচ্ছে অনেক সম্ভাবনাময় রফতানি। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজিম ব্যাক্স ও রিজার্ভ ব্যাক্সের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিরক্ষা রফতানিকে 'অগ্রাধিকার ক্ষেত্র' (প্রায়োরিটি সেক্টর) ঘোষণা করা এবং সিঙ্গল-উইন্ডো ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা গড়ে না তুললে আকাশ-এর মতো সফল প্রকল্পের বাণিজ্যিক সফল পুরোপুরি ঘরে তোলা কঠিন হবে।



২৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা ৬২

অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

আইচি-নাগোয়ায় আয়োজিত ২০২৬ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটদের দুর্দান্ত সাফল্যের পর তাঁদের অভিনন্দন জানানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার পর্যন্ত ভারতের ঝুলিতে এসেছে ১৪টি সোনা, ২২টি রূপো এবং ২৬টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৬২টি পদক। এই সাফল্যের হাত ধরে সার্বিক পদক তালিকায় ভারত ষষ্ঠ স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। সমাজমাধ্যম এক্স-এ একাধিক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় অ্যাথলিটদের দৃঢ় সংকল্প, ধারাবাহিকতা এবং একাগ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিশেষত অ্যাথলিটিক্স, সাঁতার, প্যারা পাওয়ারলিফটিং এবং আর্চারিতে ভারতের পারফরম্যান্স উল্লেখ করেন তিনি। এবারের গেমসে পুরুষদের শট পুট এফ৪৬ ইভেন্টে সেরা থ্রো করে নিজের আগের সোনাটি ধরে রেখেছেন শচীন খিলারি। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একজন ক্ষুদ্রানুসঙ্গীয় চ্যাম্পিয়নস্কে আখ্যা দিয়েছেন। একই



ইভেন্টে রূপো জিতেছেন মহম্মদ ইয়াসের এবং ব্রোঞ্জ পেয়েছেন পারভিন, যার ফলে এই ইভেন্টের তিনটি পদকই ভারতের দখলে এসেছে। পুরুষদের হাই জাম্প টি৬৪ ইভেন্টে নিজের গেমস রেকর্ড ভেঙে সোনা জিতে খেতাব ধরে রেখেছেন প্রবীণ কুমার। এই ইভেন্টেই রূপো পেয়েছেন বন্টি। পাশাপাশি মহিলাদের ১০০ মিটার টি১২ ইভেন্টে নতুন গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন সিমরন এবং

পুরুষদের ১০০ মিটার টি৪৭ ইভেন্টে সোনা পকেটে পুরেছেন দিলীপ গাভিত। মহিলাদের -৬৭ কেজি প্যারা পাওয়ারলিফটিং ইভেন্টে রূপো জিতে ইতিহাস গড়েছেন কস্তুরী রাজামণি। এই বিভাগে এটিই ভারতের প্রথম পদক। আর্চারিতে মহিলাদের প্যারা কমপাউন্ড ডাবলস ইভেন্টে রূপো জিতেছেন শীতল দেবী এবং পায়েল নাগ, যাঁদের দলগত পারফরম্যান্সেরও প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাণিজ্যে বসতে... ধোনি-শচীন থেকে রো-কো, ব্যবসাতেও ছক্কা হাঁকানো ৭ ক্রিকেটার

ব্যবসার দুনিয়াতেও ফুলেফেঁপে উঠেছেন বিরাট কোহলি। ১৮নং জার্সির উপর ভিত্তি করে আত্মপ্রকাশ ‘ওয়ানএইট’ ব্র্যান্ডের। এছাড়াও বেসালুরুর জিম চেন ‘চিজেল’, রেশ্মার ‘ওয়ানএইট কমিউন’, উদ্ভিজ্জ মাংসের সংস্থা ‘বু টুইব’, ‘ডিজিট’, ফুটবল ক্লাব এফসি গোয়ার সঙ্গেও যুক্ত তিনি। পুমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের ব্র্যান্ড ওয়ানএইট নিয়ে নতুন পরিকল্পনা কোহলির। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ বছরে তাঁর সম্পদ ১০০০ কোটি টাকা ছুঁতে পারে। ২০১৬ সালে পোশাকের ব্র্যান্ড ‘সেভেন’-এর সঙ্গে যুক্ত হন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বিনিয়োগ করেছেন খাদ্য ও পানীয় ব্যবসা এবং ‘খাতাবুকে’ও। বন্ধু অরুণ পাণ্ডের সঙ্গে গড়ে তোলেন জিমের চেন ‘স্পোর্টসফিট ওয়াল্ড’। কৃষি খামারেও (কড়কনাথ মুরগির চাষ) বিনিয়োগ করেছেন। বিনোদন জগতেও পা রেখেছেন টিম ইন্ডিয়ায় বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ‘ধোনি এন্টারটেনমেন্ট’-এর প্রথম ছবি নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে তুমুল আগ্রহ। একশো সেঞ্চুরির মালিক। সর্বোচ্চ রানের মালিকও। তিনি ‘একমেবাস্টিয়াম’ শচীন তেঙুলকর। ব্যবসার ময়দানেও সাম্রাজ্য গড়েছেন। তিনি বড় ব্যবসায় পা রাখেন ২০০০-এ। কর্পোরেট সংস্থার হাত ধরে খুলেছিলেন ‘তেঙুলকর’ রেশ্মার। তা অবশ্য



২০০৯-এ বন্ধ হয়ে যায়। অবসরের পরে বিনিয়োগে মন দেন। স্ম্যাশ, স্মার্টট্রন, আনঅ্যাকাডেমি, জেটসিস্টেমস ও স্পিনিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি পোশাকের ব্র্যান্ড ‘টু ব্লু’ এবং ‘টেন এক্স ইউ’ (১০০এমবি)-তেও তাঁর ব্যবসায়িক পরিচিতি রয়েছে। ক্রিকেট মাঠে একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখতেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। খেলা ছাড়ার পরেও থামেন তাঁর ‘বিনোদন’। সোশাল মিডিয়ায় রসিক পোস্টের মাধ্যমে অনুরাগীদের মন জয় করেন ‘নজফগাড়ের নবাব’। ক্রিকেটের পাশাপাশি ব্যবসাতেও পা রেখেছেন তিনি। ‘শেহওয়াগস ফেভারিটস’ নামে রেশ্মার রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি হরিয়ানায় শেহওয়াগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেও বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার।

শিক্ষার প্রসারেও রয়েছে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ব্যবসায় মন দিয়েছেন যুবরাজ সিংও। তবে উদ্যোগপতি হওয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল বহু আগে। ক্যানসারকে ক্রিন বোল্ড করে গড়ে তোলেন ‘ইউ উই ক্যান’ সংস্থা। ক্যানসার আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছেন তিনি। স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা হেলথিয়াস থেকে ভারতীয় রিয়ালিটি সংস্থা হোলোসুট, যুবির লগ্নির তালিকা বেশ দীর্ঘ। খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রির অনলাইন সংস্থা স্পোর্টস৩৬৫-ও তাঁর বিনিয়োগ রয়েছে। মাঠের বাইরে সফল ব্যবসায়ী রোহিত শর্মা। ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ‘ক্রিককিংডম’-এর পাশাপাশি একাধিক স্টার্টআপে প্রায় ৮৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

প্যারা এশিয়াডে সর্বকালের সেরা ফল ভারতের

প্যারা এশিয়ান গেমসের পঞ্চম দিনেও ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বর্ণবৃষ্টি! বৃহস্পতিবার একদিনে ৭ সোনা-সহ ২৬ পদক পেয়েছিলেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। অভূতপূর্ব সাফল্যের সুবাদে এশিয়ান প্যারা গেমসের পদক তালিকায় টিম ইন্ডিয়া উঠে এসেছিল চতুর্থ স্থানে। পঞ্চম দিন সেই সাফল্যকেও ছাপিয়ে সোনা এল ৯টি। শুক্রবারও দিনের শেষে ভারতের ঝুলিতে যুক্ত হল ২৬ পদক। এশিয়ান প্যারা গেমসের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ফল ভারতের। প্রশ্ন হল, ভারত যেখানে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেখানো পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কোথায়? গত তিনদিনের মতো চতুর্থ দিনের শুরুটাও ছিল ‘সোনালি’। শুক্রবার সাতসকালেই রেকর্ড গড়ে পদকের প্যারা অ্যাথলিটরা। এদিন সাতসকালেই ৪টি সোনা জিতে নেন ভারতের অ্যাথলিটরা। প্রথম দু’টি সোনা আসে প্যারা ব্যাডমিন্টন থেকে। সিঙ্গলস এসএল ৩ বিভাগে সোনা জেতেন ভারতের নীতেশ কুমার। ওই একই বিভাগে রূপো পান প্রমোদ ভগত। ব্যাডমিন্টনে দ্বিতীয় সোনাটি আসে পুরুষদের সিঙ্গলসের এসএল ৪ বিভাগে। সোনা জেতেন নবীন শিবকুমার। তৃতীয় সোনা ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড থেকে। ৪০০ মিটার দৌড়ের টি৬৪ বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন ভারতের সন্দীপ কুমার। কিছুক্ষণ পর দিনের চতুর্থ সোনাটি আসে জ্যাভলিন থেকে। পুরুষদের এফ৩৭/৩৮ বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন ভারতের হ্যানে সিং। ৬০.৪৯ মিটারের বিশাল থ্রো করেন তিনি। এটি তাঁর আগের ডিসকাস থ্রো ব্রোঞ্জ



পদকের সঙ্গে যুক্ত হল। অন্য ইভেন্ট থেকেও একাধিক পদক আসে শুক্রবার। এসবের মধ্যেই ইতিহাস গড়ে পদকের সেধুরি করে ফেলে ভারত। শুক্রবারের শেষে মোট ৩০ সোনা, ৩৫ রূপো এবং ৪৯ ব্রোঞ্জ-সহ মোট ১১৪ পদক নিয়ে ভারত এখন চতুর্থ স্থানে। ৪২৭ পদক নিয়ে চিন প্রথম স্থানে। ২০৪টি স্বর্ণপদক পেয়েছে ‘রেড ড্রাগনের’ দেশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জাপানের পদক সংখ্যা ১৮৫। তৃতীয় স্থানে উজবেকিস্তান। তাদের পদকসংখ্যা ১৪৫। ভারতের পর রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। তাদের হাতে ২৮ সোনা-সহ ৯৭টি পদক। ইরান ৮৭টি পদক নিয়ে পঞ্চম স্থানে। এদিন ভারতকে সোনা এনে দিয়েছেন মোনা আগরওয়াল। মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ও পজিশন এসএইচ১ ইভেন্টে ৩৫৭.৫ স্কোর করে বিশ্বরেকর্ড ভেঙে গেমসের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জেতেন। চিনের কুইপিং ঝাংকে ৩.৮ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেন মোনা। ফিল্ড ইভেন্টগুলিতে সোনালি সাফল্য অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে, হরবিন্দর সিং এবং বিজয়

সুন্দি প্যারা আর্চারির পুরুষদের রিকার্ড টিম ইভেন্টে চিনকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন। প্যারা শাটলার তুলসীমতী মুরগেসান এবং মানসী যোশি মহিলাদের ডাবলস এসএল৩-এসইউ৫ শিরোপা জিতে আইচি-নাগোয়া ২০২৬-এ ভারতের ২৮তম স্বর্ণপদক জয় করেন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুমিত আন্তিলের নেতৃত্বে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো-তে তিনটি ইভেন্টেই পদক জেতে ভারত। প্রণব সুরমার স্বর্ণপদক-সহ পুরুষদের ক্লাব থ্রো-তে দু’টি পদক আসে ভারতের ঝুলিতে। উল্লেখ্য, উৎসবের মরশুমে ১১৪ পদক নিয়ে চতুর্থ স্থানে থাকা ভারতীয় শিবিরে যখন উচ্ছ্বাস, তখন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বৈপরীত্য। মাত্র ১ রূপো নিয়ে পাকিস্তান রয়েছে পদক তালিকায় ২৮ নম্বরে। বাংলাদেশের অবস্থা আরও খারাপ। এখনও কোনও পদক জিততে পারেননি পদ্মাগাড়ের দেশের অ্যাথলিটরা। একই অবস্থা আফগানিস্তান, নেপালেরও। বলাই বাহুল্য, তারা রয়েছে একেবারে অন্তিম।

ভারতের হয়ে নজির ‘ফিনিশার’ নমনের

ভারতের টি-টোয়েন্টিতে নতুন ‘ফিনিশার’ হিসেবে উঠে এসেছেন নমন ধীর। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নজির গড়ে ভারতকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। ১৫ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন হরিয়ানার অলরাউন্ডার। কিন্তু বছর কয়েক আগে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন নমন। সুযোগের অভাবে কানাডার নাগরিকত্বের জন্য আবেদনও করে ফেলেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত বাবার অনুরোধে সিদ্ধান্ত বদলান। প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড তোলে ২২৫ রান। জবাবে ২ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। ৩৩ বলে ৬৭ রান করে সূচনা করেন সঞ্জু স্যামসন। আর শেষ করেন নমন। ৫টা চারের পাশাপাশি ছিল দু’টো ছক্কা। ভারতের হয়ে এক ম্যাচে রান তাড়ার সময় সাত নম্বরে ব্যাট করার ক্ষেত্রে এখন সবচেয়ে বেশি রান নমনের। এর আগে



২০০৯ সালে ৩৩ রান করে এই নজির ছিল ইরফান পাঠানের। কিন্তু ২০২২ সালে দেশ ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন নমন। অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে পাঞ্জাবের হয়ে খেলতেন। কিন্তু তারপর কিছুতেই কেরিয়ারে গতি আসছিল না। ভালো খেলেও বড় পর্যায়ে জায়গা পাচ্ছিলেন না। একটা সময় বিরক্ত হয়ে দেশ ছাড়ার কথা ভাবেন। ক্রিকেট ছেড়ে কানাডার নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেখানে তাঁর দিদি ম্যাচে রান তাড়ার সময় সাত নম্বরে ব্যাট করার ক্ষেত্রে এখন সবচেয়ে বেশি রান নমনের। এর আগে

বলেছিলেন, ততামি দেখেছি, নমনকে ক্রিকেট খেলাতাম বলে সবাই কটাক্ষ করত। এমনকী ওর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও বলেছিলেন, ‘নিজেকে আর একটা বছর সময় দাও। আপনি ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন।’ কিন্তু আমি ওকে বলেছিলাম, ‘একদিন তুমি ছক্কা হাঁকাবে। আর টিভিতে তোমাকে দেখে সবাই হাততালি দেবে’ দ তাই হয়েছে। ২০২২-এই রনজি খেলার পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সুযোগ পান। এবার ‘ফিনিশার’ হিসেবেও জায়গা পাকা করার মতো ইনিংস খেলেন।